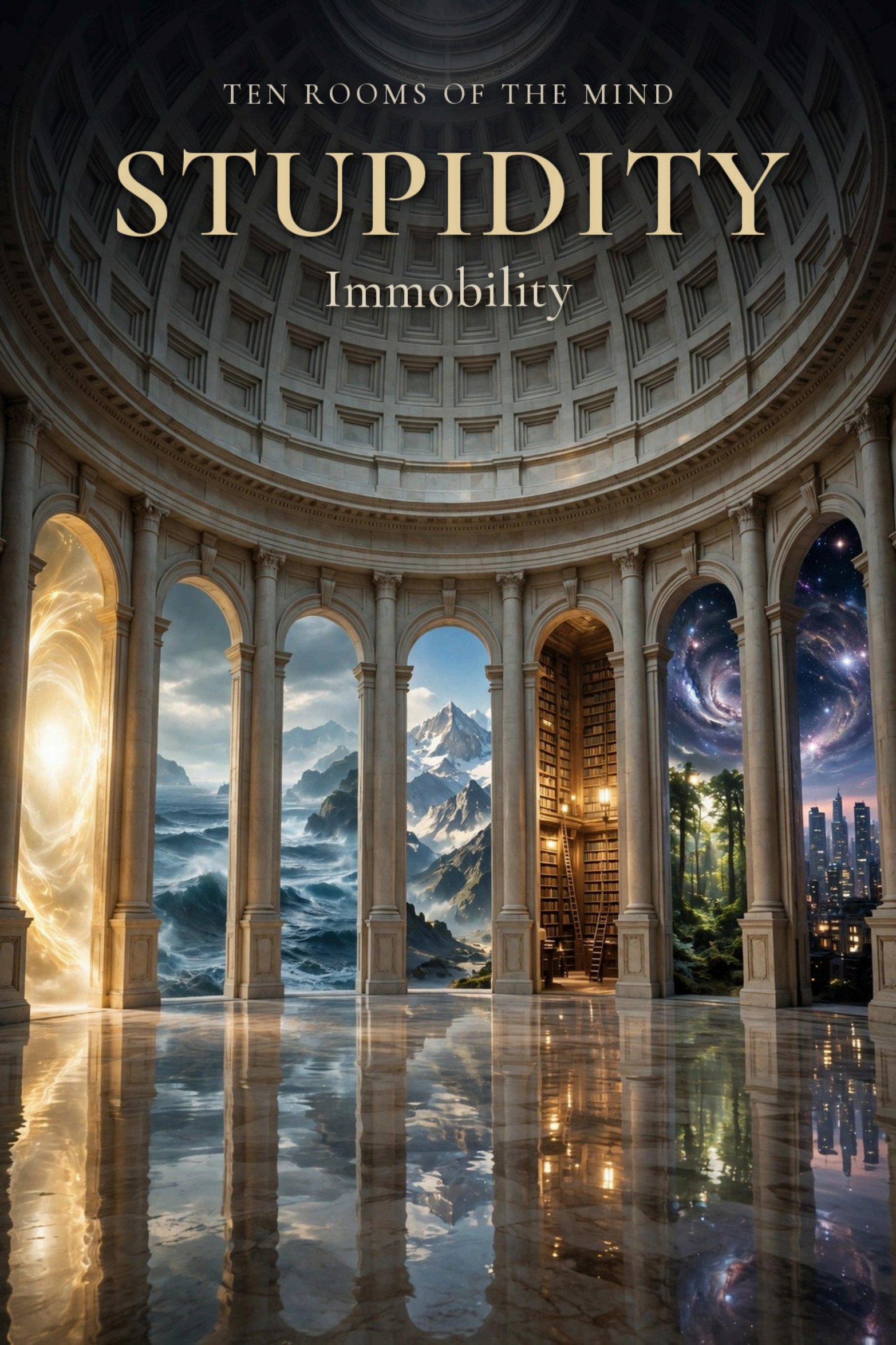
TEN ROOMS OF THE MIND

STUPIDITY

Immobility



Gillette নির্বুদ্ধিতা

নিশ্চলতা

মনের দশ ঘর

একটা বাড়ি আছে, যেখানে আমরা প্রত্যেকে বাস করি, অথচ কেউ কখনও তা বেছে নিইনি।

তার কোনো ঠিকানা নেই। কোনো মানচিত্রে তাকে পাওয়া যায় না। তবু সত্যিই যেসব জায়গায় থেকেছি, তার যেকোনোটার চেয়ে তাকে আমরা ঢের ভালো চিনি। ভেতরে দশটা দরজা।

কোনো কোনোটা আমরা রোজ খুলি, টেরও পাই না।

অন্যগুলো তালাবন্ধ রাখি, ভান করি যেন ওদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্কই নেই।

আর আছে এমন কিছু ঘর, যা আমরা নিজেরা গড়িনি, তবু কীভাবে যেন নিজেদের ভেতরে বয়ে বেড়াই। এটা কোনো তত্ত্ব নয়।

তাকের ওপর ধুলো জমতে থাকা মনোবিজ্ঞানের কোনো নির্দেশিকা নয়।

এ এমন এক মানুষের বিবরণ, যে এই দশ ঘর একটা একটা করে পেরিয়েছে, প্রায়ই নিজে কোথায় আছে তা না জেনেই; আর আজ, কাঁধে আরও কয়েকটা বছরের ভার নিয়ে, সে ঘরগুলোকে ঠিক সেভাবেই বর্ণনা করার চেষ্টা করছে, যেভাবে সে তাদের যাপন করেছিল।

দশটা দরজা।

সব কটাই আমি খুলেছি।

কোনোটা কৌতূহলে।

কোনোটা অনিচ্ছায়।

কোনোটা কেবল তখন, যখন ফিরে যাওয়ার আর উপায় ছিল না।

এই ঘরগুলো যদি চেনা চেনা লাগে, তার কারণ এ নয় যে এরা আমার গল্প বলে।

কারণ এই যে, গভীরে কোথাও এরা তোমার গল্পও বলে।

ফের্দিনান্দো

নির্বুদ্ধিতা — নিশ্চলতা

বহু বছর ধরে আমার বিশ্বাস ছিল, নির্বুদ্ধিতা আর অজ্ঞতা একই জিনিস।

তারপর আমার মত বদলাল।

এমন মানুষ দেখেছি, যাদের লেখাপড়া সামান্য, অথচ তারা দুনিয়াটা বুঝত।

আর এমন মানুষও, যাদের ডিগ্রির বহর তাক লাগানো, অথচ তারা নিজেদেরই বুঝতে পারত না।

নির্বুদ্ধিতা জ্ঞানের অভাব নয়।

জ্ঞানকে প্রত্যাখ্যান।

তার শুরু সেই মুহূর্তে, যখন আমরা প্রশ্ন করা থামিয়ে দিই।

সে হল এই বিশ্বাসের আরাম যে, যা জানি তা-ই যথেষ্ট।

নির্বুদ্ধিতা ভালোবাসে নিরঙ্কুশ নিশ্চয়তা।

সূক্ষ্ম তারতম্যকে ঘৃণা করে।

সংশয়কে অবিশ্বাস করে।

তার কাছে সবসময় একটা উত্তর তৈরি থাকে।

আর সেই কারণেই সে কখনও শোনে না।

নির্বুদ্ধিতা এলে বেড়ে ওঠা থেমে যায়।

আর বেড়ে ওঠা থেমে গেলেও জীবন চলতেই থাকে।

তবে আমাদের ছাড়াই।

কখনও কখনও এটা প্রায় একটা সামাজিক ব্যাধি হয়ে দাঁড়ায়।

এক মায়ের কথা আমার মনে পড়ে, যিনি তাঁর আট সন্তানকে এক ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন।

তিনি ভারি উদ্বিগ্ন ছিলেন।

জোর দিয়ে বলছিলেন, ওদের মধ্যে মাত্র একজনই বুদ্ধিমান, আর তিনি চান বাকি সাতজনকে উন্নত করে দেওয়া হোক।

ডাক্তার দমে গেলেন না।

সাতবার রোগী দেখা।

সাতটা প্রেসক্রিপশন।

সাতটা বিল।

মা সন্তুষ্ট হয়ে বেরিয়ে এলেন।

তিনি একটা রোগনির্ণয় পেয়েছিলেন।

তাঁর মতে, তাঁর সন্তানেরা শিগগিরই অন্যরকম হয়ে যাবে।

তারা হুবহু একই রকম রয়ে গেল।

শুধু আরও গরিব হল।

কোনো চিকিৎসাই ব্যর্থ হয়নি।

স্রেফ ওটা রোগই ছিল না।

অসুখটা ছিল তাঁর নিজের।

আর কোনো প্রেসক্রিপশনই তা সারাতে পারত না।

ফের্দিনান্দো